ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব (১)

মার্ক ৪:২১-২৫

আমাদের জীবন বিভিন্ন পারাডক্স-এ *(Paradox)* পূর্ণ। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও যা সত্য, তাকে প্যারাডক্স বলে। গ্রিক লেখক এপিমেনিডেস্ প্যারাডক্স বর্ণনা করতে গিয়ে এমন একজনের কথা বলেছিলেন, যে বলে "মানুষ মাত্রই মিথ্যাবাদী।" এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে, যে এই কথা বলে, সে নিজে মানুষ হওয়ায় তাঁর বিবৃতিও সত্য নয়; অর্থাৎ, মানুষ মাত্রই সত্যবাদী। আবার এর অর্থ তাঁর বিবৃতি মিথ্যা। এইভাবে চলতে থাকবে . . .।

দৈনন্দিন জীবনেও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। আকারে বড় বাড়িতে থাকে ছোট পরিবার, নামের পিছনে লম্বা ডিগ্রি থাকলেও জ্ঞানগম্যি খুব কম, আমাদের জীবনে বৎসর সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু বৎসরে জীবন সংযোজিত হয়নি . . .। বাস্তব জীবন যখন এমন প্যারাডক্স-এ পূর্ণ, তখন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আরও কত না প্যারাডক্স থাকবে! কারণ আমাদের যুক্তি, ক্ষমতার থেকে জীবন অনেক বেশি জটিল।

আজ যে অংশটি আমরা পাঠ করেছি, সেখানে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে দুটি প্যারাডক্স দেখতে পাই। দৈনন্দিন জীবন থেকে দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করে, যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রথমটি প্রদীপ সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয়টি মাপযন্ত্র সম্বন্ধীয়। দৃষ্টান্ত দুটি দেখার আগে ঈশ্বরের রাজ্য কী, তা দেখতে হবে। যীশুর প্রচারিত বাণীর কেন্দ্রে ছিল "ঈশ্বরের রাজ্য।" বাইবেল এই কথার দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট স্থানকে নির্দেশ করে না, কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্টির উপর রাজা হিসাবে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা রাজত্বকে নির্দেশ করে। স্বর্গে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের নিচে সবাই বসবাস করলেও, পৃথিবীতে আমরা অন্য ছবি দেখি। এখানে, মানুষ আমরা নিজেরা নিজেদের জীবনের উপর কর্তৃত্ব করি: সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা, সরকার স্থাপনের দ্বারা, বা আইন আদালতের দ্বারা, ইত্যাদি।

তাই, "ঈশ্বরের রাজ্য" কথার অর্থ হল, স্বর্গ থেকে মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের রাজত্ব ও কর্তৃত্বের সূচনা। যীশুর জন্ম, তাঁর পার্থিব জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রবেশ ঘটেছে। তাই, এখন পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বরের রাজ্য ও মানুষের রাজ্য পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে আছে। দুই প্রকার মানুষ তাদের জীবনের উপর দুই ধরণের রাজত্বের ফল ভোগ করে চলেছে। কিন্তু এমন ভাবে চিরকাল চলবে না। কারণ, একদিন ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের উপর অধিকার কায়েম করবে (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৬)। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় এই ঘটনা ঘটবে। তাই, পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনাকে, ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতালাভ থেকে পৃথক করে আমাদের দেখতে হবে। একেই যীশু প্যারাডক্স হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ক। প্রদীপ —

যীশুর সময় বিজলি বাতি বা ব্যাটারী-চালিত কোনও বাতি ছিল না। তখন ছোট্ট মাটির প্রদীপে তেল ঢেলে, সলতেতে আগুন জ্বালিয়ে ঘরকে আলোকিত করা হত। এখন এমন প্রদীপ জ্বালিয়ে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

কেউ কখনও খাটের নিচে রাখে না, কারণ এর দ্বারা ঘরকেআলোকিত করা যাবে না। তাই, কোন কিছুই গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখা সম্ভব হবে না। এখানে, গুপ্ত বা লুক্কায়িত বিষয় হিসাবে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনাকে নির্দেশ করেছেন। যীশুর সময় সাধারণ মানুষ মনে করত, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন (সূচনা) এবং পূর্ণতা একই ঘটনা। তাই, তারা আশা করত, রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ঘটবে। কিন্তু যীশু আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, ঈশ্বরের রাজ্য গোপনে শুরু হয়েছে, যীশুর জীবন ও বাণীর দ্বারা। তা ঘটেছে খুবই সামান্য আকারে, দারিদ্রতায়, অনামী এক স্থানে যীশুর জন্মের দ্বারা (সামান্য ছোট্ট প্রদীপের ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা হয়েছে)। রোমকে ধবংস না করে যীশু মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে ঈশ্বরের রাজত্বে বসবাসের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের রাজ্য চিরকালের জন্য গোপন থাকবে বা আমরা এর কথা কাউকে বলব না। এটাই প্রথম প্যারাডক্স। যদিও আমাদের কাছেঈশ্বরের রাজ্য গোপনে এসেছে, ঈশ্বর চান আমরা যেন একে মানুষের কাছে তুলে ধরি। বড়দিনে ঈশ্বরের রাজ্য গোপন ছিল, কিন্তু পুনরুত্থানে এর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আসুন, আমরা তাঁর রাজ্যের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিই (মথি ৫:১৬)।

খ। মাপযন্ত্র —

"যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।" গ্রিক বাইবেলে বলা হয়েছে, "যা শুনতে পাও, তা দেখ" *(Look at what you hear)*। চোখ দিয়ে কেউ শুনতে পারে? এখানে, যীশু এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত ঈশ্বরের রাজ্যের বাণী শুনতে বলা হয়েছে। আমরা কীভাবে যীশুর বাণী শুনতে পারি? আমরা যে পরিমাণে তাঁর বাণী শুনি, সেই পরিমাণে আমরা তা উপলব্ধি করি। যখন আমরা তার কিছু উপলব্ধি করি, তখন আমাদের আরও দেওয়া হয়। কিন্তু যদি কিছুই না বুঝি, তাহলে আমরা কিছুই পাব না। ঈশ্বরের রাজ্যের উপলব্ধি যদিও কঠিন বিষয়, তবুও আমরা যখন তা বিশ্বাস করি, আমরা তখন তা বুঝতে পারি।

যীশুর কাছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসত। যীশু তাদের কাছে যখন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য ব্যাখ্যা করতেন, তখন তাঁর খাঁটি অন্বেষী তা উপলব্ধি করত এবং আরও জানতে চাইত। কিন্তু নিজের ধ্যান-ধারণা বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যারা আসত, তারা কিছুই বুঝত না। যদিও তাদের উচিত ছিল আরও বেশি উপলব্ধি করা। কিন্তু প্যারাডক্স হল, তারা কিছুই বুঝত না। আমাদের সমস্ত অবিশ্বাস বা যুক্তি ফেলে যখন আমরা তাঁর কাছে আসব, তখন দরজা খুলে যাবে, আমরা আরও বেশি উপলব্ধি লাভ করব।

আবার, পিয়ানোতে কেউ যদি কয়েকটা গান বাজিয়ে মনে করে আমার আর অনুশীলনের প্রয়োজন নেই, তাহলে, কিছুদিনের মধ্যেই সে যতটুকু বাজাত, তাও ভুলে যাবে। একইভাবে, দান ব্যবহার না করলে, আমরা তা হারাব (মথি ২৫:২৪-৩০)।